০৬-০৭-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - মনে রাখবে যে আমাদের বাবা, শিক্ষক এবং সদগুরু তিনজনই কম্বাইন্ড। তাহলেও খুশির পারদ ঊর্ধগামী হবে এবং তাঁর শ্রীমৎ অনুসারে চলতে থাকবে।"

প্রশ্নঃ- ব্রাহ্মণ হওয়ার প্রথম লক্ষণ কি? কোন্ বিষয়ে ব্রাহ্মণদেরকে এক্সপার্ট হতে হবে?

উত্তরঃ- ব্রাহ্মণ হওয়ার প্রথম লক্ষণ হল পড়া এবং পড়ানো। কারোর ওপরে জ্ঞানের রঙ লাগানোর ব্যাপারে খুব এক্সপার্ট হও। হয়তো কেউ ইনসাল্ট করবে, গালি দেবে। কিন্তু চেষ্টা করে দেখ, তার ওপরেও নিশ্চয়ই প্রভাব পড়বে। পাত্রের প্রকৃতিকে বুঝে দান করতে হবে। অবিনাশী ধন যাতে ব্যর্থ না হয়ে যায় - তার জন্য অনেক সাবধান হতে হবে। কাউকে পয়সা দেওয়ার ক্ষেত্রেও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

গীতঃ- জো পিয়াকে সাথ হ্যায়...
যে পিয়ার সাথে আছে তার জন্যই বরিষণ আছে

ওম্ শান্তি। গডলি স্টুডেন্টরা এই গীত শুনল। তোমরা বাচ্চারাই হলে গডলি স্টুডেন্ট। এমন নয় যে সব স্কুলেই গডলি স্টুডেন্ট থাকে। না, ওখানে তো মানুষ পড়ায়। সন্ন্যাসীরাও শাস্ত্র শোনায়। বাস্তবে জ্ঞানকে বর্ষা বলা হয় না। বর্ষা তো জলের হয়। কিন্তু এইরকম মহিমা করা হয় কারণ পরমপিতা পরমাত্মাকে জ্ঞানের সাগরও বলা হয়েছে। বাবা বলেন, আমাকে জ্ঞানের সাগর এবং নলেজফুলও বলা হয়। নলেজকে বর্ষা, জল কিংবা অমৃত বলা হয় না। যেমন মান সরোবর নামক জলাশয় আছে। অমৃতসরেও একটা জলাশয় আছে, যাকে ওখানকার লোকেরা অমৃত বলে মনে করে। এইসব বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। জ্ঞানকে অমৃত কিংবা বর্ষা বলা যাবে না। ওরা মনে করে, এটা হল অমৃত, যার দ্বারা দুঃখ দূর হবে। বাস্তবে এই নলেজের দ্বারাই ২১ জন্মের জন্য তোমাদের সকল দুঃখ দূর হয়ে যায়। যারা প্রেমিকের সাথে আছে, তাদের জন্যই এই জ্ঞান বর্ষা। এখানে বাবা, টিচার এবং সদগুরু তিনজনেই কম্বাইন্ড। এই একটা কথাই যদি বাচ্চারা মনে রাখে, তাহলেও খুশির পারদ ঊর্ধগামী হবে। কিন্তু মায়া প্রতি মুহূর্তে ভুলিয়ে দেয়। এখানে তোমরা বাচ্চারা শ্রীমৎ অনুসারে চলছ। শ্রীমতের দ্বারাই তোমরা শ্রেষ্ঠ হও। সর্বশ্রেষ্ঠ বাবা-ই হলেন ভগবান। সর্বশ্রেষ্ঠ বাবার শিক্ষার দ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়া সম্ভব। প্রীতমের সম্মুখে এখন যারা আছে, তারা সবাই স্টুডেন্ট। এখানে এসে বসবে, তারপর পড়া হয়ে গেলে নিজের ঘরে ফিরে যাবে। দিনে-দিনে অনেক স্টুডেন্ট হয়ে যাবে। সবাইকে একই ঘরে একসাথে রাখার জন্য তো অনেক বড় বাড়ি লাগবে। গোটা আবু জুড়ে বাড়ি বানিয়ে দিলেও কুলাবে না। কত সেন্টার রয়েছে! তাও তো এখনও কম সংখ্যক আছে। এর থেকেও হাজার গুণ বেশি হবে। এক হাজার, দুই হাজার, পাঁচ-সাত হাজার সেন্টারও হওয়া সম্ভব। তখন এই জ্ঞানগঙ্গা-রা ঘরে ঘরে জ্ঞানের বর্ষা করবে। অনেক বাচ্চা হয়ে যাবে। যেখানে সেখানে সেন্টার খুলছে। কেউ গীতা পাঠশালা নাম রাখে, কেউ হয়তো ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয় নাম রাখে। বাস্তবে ব্রাহ্মকুমারী নাম রাখার ক্ষেত্রে ভয় পেলে চলবে না। কোনো কোনো বাচ্চা ভয় পায় যে বি.কে. নাম দেখলে যদি হাঙ্গামা হয়, তাই গীতা পাঠশালা নাম রেখে দেয়। গীতা পাঠশালা শব্দটা তো কমন। ওরা ভাবে, যাতে কোনো বিঘ্ন না আসে তাই বি.কে. নামের বদলে অন্য নাম দিয়ে দেয়। বাস্তবে বিষয়টা তো একই। ভেতরে ঢুকলে ছবি ইত্যাদি দেখেই ঝট করে বুঝে যাবে যে এরা হল বি.কে.। তাই নাম

পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন নেই। এই নামের দ্বারা তো এটা ভালোভাবে প্রমাণিত হয় যে এরা হল ব্রহ্মার সন্তান ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারী। এটাই তো ভালো, তাই না? তোমরা সবাইকে বলতে পারো যে বাস্তবে তোমরাই হলে ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারী। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে তো জানো। তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির রচয়িতা। নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা কোনো আত্মার রচয়িতা নন। তিনি হলেন আত্মাদের অনাদি পিতা। প্রজাপিতা ব্রহ্মাও হলেন অনাদি। এনার মধ্যে আত্মাদের পিতা প্রবেশ করেন এবং প্রজাদের রচনা করার জন্য ব্রহ্মাকে এডাপ্ট করেন। ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ কুলের রচনা হয়। এইভাবে তো আরও সহজে বোঝানো যাবে। কিন্তু ভয় পায়। অনেকে বলে যে গীতা পাঠশালাতে গেলেও বি.কে. দের কাছে যেও না। ঘরে ঘরে জ্ঞানগঙ্গা কথার অর্থও মানুষ বুঝতে পারে না। ভক্তিমার্গে নারদকে একটা মুখ্য চরিত্র হিসাবে গন্য করা হয়। সে একজন ভক্ত ছিল এবং খঞ্জনী বাজাত। তবে ছবিতে যেমন দেখানো হয়, নারদ সেইরকম রূপধারী ছিল না। বাস্তবে তো তোমরা সবাই বাঁদরের মতো ছিলে। চেহারা মানুষের মতো কিন্তু চরিত্র বাঁদরের মতো ছিল। তাই সকলেই হল নারদ। সবাই তো ভক্ত। এখন বুঝেছ যে যতক্ষন আমরা দিব্যগুনধারী মানুষ না হব, ততক্ষণ আমরা লক্ষ্মীকে বরণ করতে পারব না। সকল মেল এবং ফিমেল ভক্তই হল নারদ। বলা হয়, আগে তো নিজের মুখটা দেখ। তুমি হলে বাঁদরের মতো, কারণ তোমার মধ্যে 5 বিকার রয়েছে। তাই লক্ষ্মীকে বরণ করতে পারবে না। এইসব তো আসলে এখানকার-ই কথা। বাবা বুঝিয়েছেন যে সবাই আসলে দুর্যোধন অথবা দুঃশাসন। তারা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করে। তাই মাতারা চিৎকার করে আহ্বান করে - আমাদেরকে নগ্ন হওয়ার হাত থেকে রক্ষা কর। কন্যারা বলে - হে গিরিধারী, আমাদের সম্মান রক্ষা কর। অনেক নাম রেখে দিয়েছে। মানুষের বুদ্ধিযোগ কৃষ্ণের দিকে চলে যায়। কিন্তু দেহধারী কৃষ্ণকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে না। ওরা কেবল সাক্ষাৎকার করতে চায়। কিন্তু সাক্ষাৎকার হয়ে গেলেও তো মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জ্ঞান পাওয়া যাবে না। ব্রাহ্মণ হলে এবং জ্ঞানটাকে বুঝলেই দেবতা হতে পারবে। ব্রাহ্মণ হলে ভক্তি সমাপ্ত হয়ে যায়। প্রথমে এক সপ্তাহের কোর্সের দ্বারা আমরা মানুষকে মন্দির-লায়ক বানাতে পারব। কিন্তু টাইম তো লাগবেই। বরাবরের মতই এখন তোমরা বাবার সাথে আছ। বাবার কাছে আসার পর ফেরত যাওয়ার সময়ে অন্তর দুঃখে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু সবাই তো বাবার সাথে থাকতে পারবে না। এটা অসম্ভব। যেখান থেকে সেখান থেকে সবাই ছুটে আসে। এইরকম রীতি কেবল এখানেই আছে। সাধু-সন্তদের কাছে তো অনেকে গিয়ে একসাথে থাকে। কেউ কাউকে মানা করে না। এখানে তো পবিত্র হওয়ার ব্যাপার আছে। তাই বারণ করা হয়। সন্ন্যাসীদের মধ্যে তো কেবল পুরুষরা ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যায়। এখানে তো সবাই কুমারী এবং মাতা। কন্যাদেরকে মা-বাবা এবং ডাক্তাররাও বলে যে বিয়ে না করলে অসুখ হবে। ওদেরকে বোঝাতে হবে যে কতজন তো সন্ন্যাসী হয়। ওখানে অনেক ছোট ছোট ব্রহ্মচারীও থাকে। কিন্তু সেইসব ব্রহ্মচারীদের তো কখনো অসুখ করে না। তাহলে এক্ষেত্রে কেন অসুখ করবে? অনেকেই তো অবিবাহিত থাকে। সন্ন্যাসীদের ওপরেও কেউ কেস করতে পারবে না। কখনো কোনো স্ত্রী তাদের কাছ থেকে ঘর চালানোর খরচও চায় না। ওরা তো পালিয়ে যায়। তখন আশেপাশের লোকেরা তার দেখাশোনা করে। গরিবরাই বেশি পালিয়ে যায়। দুঃখী হওয়ার জন্য বৈরাগ্য এসে যায়। তোমরাও হয়তো দুঃখী ছিল, কিন্তু সেখানে কোনো বৈরাগ্যের ব্যাপার ছিল না। তোমাদেরকে তো প্রথমে হাতের মুঠোয় স্বর্গ দেখানো হয়। পবিত্র না হলে বৈকুন্ঠে যাবে কিভাবে? বাহাদুর হতে হবে। তাই নামটাই হল শিবশক্তি সেনা। শিববাবার সাথে যোগ লাগলে শক্তি প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানের ধারণা হওয়ার পরই সমর্পণ হওয়া উচিত। যদি জ্ঞানের ধারণা না হয়, নষ্টমোহ না হও, তাহলে মায়া এসে হয়রান করবে। বিয়ে করার ইচ্ছা হলে সকল ব্রহ্মাকুমারীদের বদনাম হয়ে যায়।

আগে তো নষ্টমোহ হতে হবে। তোমরা এতদিন ভাট্টি করেছ, কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেকজন নষ্টমোহ হয়নি, বিভিন্ন কথা স্মরণে আসে। এখান থেকে গিয়ে আত্মীয়-বন্ধুদের মুখ দেখার পরে তাদের প্রতি আকর্ষিত হয় এবং সেখানেই থেকে যায়। মোহ ঘিরে ধরে। এইসব ড্রামা অনুসারে হওয়ার ছিল। এখনো বাবা বলেন, আগে তো নষ্টমোহ হও। কেবল মোস্ট বিলাভেড বাবার হয়ে যাও। যা কিছু হয়ে যাক, আমরা তো কেবল বাবার সেবাতেই থাকব। বলা হয় - চড়তে পারলে বৈকুণ্ঠ-রসের স্বাদ পাবে কিন্তু পড়ে গেলে হাড়গোড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। এমন যেন না হয় যে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে চলে আসার পরেও মোহ বিরক্ত করতে থাকবে। এইরকম অনেক সন্ন্যাসী পালিয়ে যাওয়ার পরে আবার ফিরে আসে। কোনো সন্ন্যাসী ঘরে ফিরে এলে আশেপাশের লোকজন তাকে অনাদর করে। ওরা ভাবে, এ নিশ্চয়ই কাজ করবে না বলে পালিয়ে গেছিল। এটাও বোঝা যায় যে সে সম্পূর্ণ নষ্টমোহ হয়নি, বিকারগুলো ঘিরে ধরেছে। বাবার কাছে তো খাওয়া দাওয়ার কোনো সমস্যা নেই। প্রথম থেকেই সযত্নে পালন করেছেন। ধনী-গরিব সবাই এখানে সমান। মাম্মা-বাবাও সবাইকে শেখানোর জন্য বাসন মাজতেন, ঝাড়ু দিতেন। দেহ-অভিমানকে তাড়ানোর জন্য এইসব কাজ করা হয়। সন্ন্যাসীরাও এইরকম করায়। দেহ-অভিমানকে নষ্ট করার জন্য কোনও বড় ব্যক্তিকে দিয়ে কাঠ কাটাবে। এখানে তো অনেক সম্পত্তি পাওয়া যায়। এক সেকেন্ডে ২১ জন্মের বাদশাহী! সন্ন্যাসীদের কাছে তো কিছুই পাওয়া যায় না। তবে পবিত্র থাকে বলে অপবিত্র মানুষরা প্রণাম করে। এটা হল রাজযোগ, যার দ্বারা বিশ্বের মালিক হওয়া যায়।

বিকারের বশীভূত হওয়া যাবে না। মীরাও তো পবিত্র থাকতে চাইত। সে তো ভক্তিমার্গের পথিক ছিল। কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার করেছিল। তার অন্তরে তো কৃষ্ণ ছিল, তাই সে বিকারের বশীভূত হবে কিভাবে? কিন্তু সেটা তো কেবল একটা জন্মের জন্য। মীরা দ্বিতীয় জন্মেও ভক্তিমার্গেই ছিল। মীরা ভক্তিমার্গে গেছিল কারণ অন্তিমকালে যেমন মতি সেইরকম গতি হয়। কৃষ্ণের সাথে হৃদয়ের টান থাকলে তো ভক্তই হয়ে যাবে। কিন্তু ভক্তিমার্গে তো কিছুই পাওয়া যায় না। জ্ঞানমার্গে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। আগে কেবল শিবের ভক্তি করত। পরে দেবতাদের ভক্তি শুরু হয়েছে। আজকাল তো ইঁদুর-বিড়াল সবকিছুর ভক্তি করা শুরু করেছে। কৃষ্ণকে ছেড়ে দিয়ে হনুমান-গণেশ ইত্যাদির ভক্তি করছে। সত্য এবং ত্রেতাযুগেও কলা কম হতে থাকবে। এখন তো মানুষ কোনো কাজের নয়। যখন এইরকম অবস্থা হয়ে যায়, তখন বাবা এসে বোঝান। অর্ধেক কল্পের জন্য উঁচুতে উঠে যায়। তারপর অর্ধেক কল্প পরে নীচে নামা শুরু হয়। মানুষ মনে করে - যদি নীচে নামতেই হবে, তাহলে জ্ঞান নিয়ে কি হবে? কিন্তু এই ঈশ্বরীয় নলেজ না থাকলে তো মানুষ কোনো কাজের নয়। আমরা আগে কি ছিলাম? কিছুই নয়। জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। শরীর নির্বাহ করার জন্যও পড়াশোনা করে। আজকাল কন্যারাও শরীর নির্বাহের জন্য পড়াশোনা করে। আগে এইরকম প্রথা ছিল না। কন্যারা ঘর সামলাত আর ছেলেরা চাকরি করার জন্য পড়াশোনা করত। এখন তো বেহদের বাবা তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন। সবাই এখানে থেকে গেলে আত্মীয়-বন্ধুদেরকে জ্ঞান দেবে কিভাবে? তাই ফিরে যেতে হবে। পড়তে হবে এবং পড়াতেও হবে। কেউ তো একেবারেই পড়ে না। তখন বুঝতে হবে যে এই ব্যক্তি আমাদের ব্রাহ্মণ কুলের নয়। কিন্তু রঙ লাগানোর চেষ্টা তো অবশ্যই করতে হবে। এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। চেষ্টা করলে কারোর না কারোর ওপরে ঠিক রঙ লেগে যাবে। কেউ হয়তো ইনসাল্ট করবে, গালি দেবে, কিন্তু তুমি পুরুষার্থ করলে কারোর না কারোর ওপরে অবশ্যই প্রভাব পড়বে। বিছের চলার পথে কোনো নরম জিনিস আসলে সে তাতে হুল ফুটিয়ে পরীক্ষা করে। এক্ষেত্রেও বাচ্চাদেরকে অনেক এক্সপার্ট হতে হবে। ব্যর্থ হয়ে যাবে এমন কাউকে

অবিনাশী জ্ঞান দেওয়া উচিৎ নয়। পাত্রের প্রকৃতি দেখে দান করতে হবে। দান দেওয়ার পরে সে যদি কোনো বিকর্ম করে ফেলে, তাহলে যে দান করেছিল তার ওপরেও সেই পাপ চলে আসবে। এইসব ক্ষেত্রে অনেক হুঁশিয়ার হতে হবে। টাকা-পয়সা কাউকে খুব সাবধানে জিজ্ঞেস করে দিতে হবে। এখানে যা কিছু বানাচ্ছ, সেইসব জলদি ভেঙে যাবে। এইসব বাড়ি তো বাচ্চাদের থাকার জন্য বানানো হয়েছে। তোমরা জানো যে এইসব ভেঙে যাবে। ভূমিকম্প হলে মন্দির ইত্যাদি সব ভেঙে যাবে। আমাদের রাজধানীতে এইসব কিছুই থাকবে না। আমেরিকা, রাশিয়াও থাকবে না। কেবল এই ভারত ভূমিই থাকবে। এইসব তোমরাই জানো। বাকি দুনিয়া তো ঘন অন্ধকারে আছে। এটা বাবার কত বড় স্কুল! এখানে টিচারদের মধ্যেও বিভিন্ন ক্রম রয়েছে। সবাই তো একরকম হয় না। এর মধ্যে সবথেকে বড় টিচার তো শিববাবা। তারপর ইনি হলেন ব্রহ্মপুত্র নদী। বলা হয় - তুমিই হলে মাতা, তুমিই হলে পিতা...। তাই ইনি হলেন মাতা। তারপর সরস্বতীর নামও প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মার নামের সাথে মিল থাকার জন্য ব্রহ্মপুত্র নামটা সঠিক। দেখানো হয়েছে যে সাগর এবং ব্রহ্মপুত্র নদীর মিলন হয়। বাস্তবে এখানে আত্মা এবং পরমাত্মার মিলন হয়। এটার স্মরণচিহ্ন হিসাবেই ভক্তিমার্গে এইরকম গায়ন করা হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা, বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ভালবাসা আর গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) সম্পূর্ণ ভাবে মোস্ট বিলাভেড বাবার হয়ে যাওয়ার আগে সম্পূর্ণ নষ্টমোহ হতে হবে। অবস্থা পাকা হলে তবেই সেবাতে নিযুক্ত হতে হবে।

২) এই দুনিয়ার প্রতি অন্তর থেকে বৈরাগ্য রেখে পবিত্র হওয়ার বিষয়ে বাহাদুর হতে হবে। পাত্রের প্রকৃতি দেখে খুব সাবধানতা অবলম্বন করে দান করতে হবে।

বরদান: - শুদ্ধ ফিলিং দ্বারা ফ্লু-এর রোগকে বিনাশ করে বরদানের দ্বারা পালিত সফলতার প্রতিমূর্তি হও

সকল সন্তানের প্রতি বাপদাদার শ্রেষ্ঠ মত হল - বাচ্চারা, সর্বদা শ্রেষ্ঠ অনুভবে (ফিলিং) থাক। আমি হলাম সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ কোটির মধ্যে কেউ কেউ আমার মতো হয়। আমি হলাম দেব আত্মা, মহান আত্মা, বিশেষ পার্টধারী আত্মা - এইরকম ফিলিং-এ থাকলে ব্যর্থ ফিলিং-এর ফ্লু আসতে পারবে না। যেখানে এইরকম শুদ্ধ ফিলিং আছে, সেখানে অশুদ্ধ ফিলিং আসা সম্ভব নয়। এর ফলে ফ্লু-এর রোগ অর্থাৎ পরিশ্রম করার হাত থেকে বেঁচে যাবে এবং অনুভব হবে যে আমি সর্বদা বরদানের দ্বারা পালিত হচ্ছি এবং সেবাতেও সফলতা প্রাপ্ত হচ্ছে।

স্লোগান: - ব্রাহ্মণ জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য হল - সঙ্গমযুগী মর্যাদা পুরুষোত্তম হওয়া।